ঝিনাইদহে ছাত্রশিবিরের কুরআন পাঠ প্রতিযোগিতা

বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবির ঝিনাইদহ শাখার উদ্যোগে কুরআন পাঠ প্রতিযোগিতা ও পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

শনিবার (২৪ মে) সকালে শহরের হামদহ বাইপাস এলাকায় জেলা জামায়াতের কার্যালয়ে সংগঠনটির জেলা শাখার আয়োজনে আড়ম্বরপূর্ণ পরিবেশে এ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়।

শিবিরের জেলা শাখার সভাপতি মো. আরিফ হোসেনের সভাপতিত্বে, সেক্রেটারি মো. ওবাইদুর রহমান খানের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ছাত্রশিবির কেন্দ্রীয় কার্যকরী পরিষদের সদস্য ও কেন্দ্রীয় স্পোর্টস সম্পাদক এস. এম. ইঞ্জিনিয়ার তানভীর উদ্দিন।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ঝিনাইদহ শহর শাখার সভাপতি মেহেদী হাসান রাজু। এছাড়াও ছাত্রশিবিরের বিভিন্ন পর্যায়ের নেতৃবৃন্দ ও অভিভাবকবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠানে আলোচনা সভা শেষে প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী শিক্ষার্থীদের মধ্য থেকে প্রথম ৩০ জন বিজয়ীকে নগদ অর্থ ও সম্মাননা ক্রেস্ট প্রদান করা হয়। পাশাপাশি বাছাইকৃত আরও ৭০ জনসহ মোট ১০০ জন অংশগ্রহণকারীকে উপহার হিসেবে পবিত্র কুরআন শরীফ প্রদান করা হয়। ১১ মে পবিত্র কুরআন দিবস উপলক্ষে আয়োজিত এই প্রতিযোগিতায় অনলাইনের মাধ্যমে জেলার বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রায় ১ হাজার শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করেন।

আয়োজকরা জানান, নতুন প্রজন্মের মাঝে কুরআন চর্চার ধারা বজায় রাখা এবং তাদের হৃদয়ে আল-কুরআনের শিক্ষাকে জাগ্রত করতেই এই প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে বক্তারা কুরআনের আলোকে সুন্দর চরিত্র গঠনের আহ্বান জানান।

ঝিনাইদহে মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রমের ভূমিকা শীর্ষক কর্মশালা

টেইসই উন্নয়ন অভীষ্ট অর্জন এবং নৈতিক শিক্ষার প্রসারে ঝিনাইদহে মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম প্রকল্পের ভূমিকা শীর্ষক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

শনিবার (২৪ মে) দিনব্যাপী সদর উপজেলা পরিষদ মিলনায়তনে এ কর্মশালার আয়োজন করে হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টের মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম ৬ষ্ট পর্যায় প্রকল্প।

সকালে কর্মশালার উদ্বোধন করেন ঝিনাইদহের জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ আব্দুল আওয়াল। সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা রাজিয়া আক্তার চৌধুরীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মুন্না বিশ্বাস, অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট এ বি এম খালিদ হোসেন সিদ্দিকী, জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার আনন্দ কিশোর সাহা। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টের মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম ৬ষ্ট পর্যায়ের ঝিনাইদহের প্রকল্প সহকারী পরিচালক মৌসুমি সুলতানা।

সেসময় বক্তারা বলেন, মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম প্রকল্পটি শিশুদের প্রাথমিক শিক্ষায় অন্তর্ভুক্তি, নৈতিক মূল্যবোধ জাগ্রতকরণ ও ধর্মীয় সহিষ্ণুতার প্রসারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। এ প্রকল্পের মাধ্যমে পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর শিশুদের শিক্ষার মূলধারায় যুক্ত করা সম্ভব হচ্ছে।

তারা আরও বলেন, টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি) অর্জনে এমন প্রকল্পসমূহ কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে। বিশেষ করে গ্রামীণ ও প্রান্তিক অঞ্চলে শিক্ষার আলো পৌঁছে দিতে মন্দিরভিত্তিক শিক্ষা কার্যক্রম একটি কার্যকর মাধ্যম হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে। কর্মশালায় জেলার বিভিন্ন উপজেলার প্রকল্প শিক্ষক, ধর্মীয় নেতৃবৃন্দ ও সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা অংশ নেন। দিনব্যাপী এ কর্মশালায় প্রকল্পের বর্তমান কার্যক্রম, চ্যালেঞ্জ এবং ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়।

ঝিনাইদহে নাগরিকরা পাচ্ছেন না প্রয়োজনীয় সেবা, বাড়ছে জনদুর্ভোগ

ঝিনাইদহের পৌরসভাগুলোতে নাগরিক সুবিধা নয়, বরং দূর্ভোগই যেন নিয়মে পরিণত হয়েছে। নিয়মিত পৌর কর প্রদান করেও নাগরিকরা পাচ্ছেন না প্রয়োজনীয় সেবা। রাস্তাঘাট, ড্রেনেজ, পরিচ্ছন্নতা সব ক্ষেত্রেই বিরাজ করছে সীমাহীন অব্যবস্থা। স্থানীয়দের অভিযোগ, এসব পৌরসভা যেন শুধু কর আদায়ের যন্ত্রে পরিণত হয়েছে।

ঝিনাইদহের মোট ৬টি পৌরসভা। এর মধ্যে হরিণাকুন্ডু বাদে বাকি ৫টি পৌরসভাই প্রথম শ্রেণীর। এই পৌরসভাগুলোতে বর্তমানে প্রায় সাড়ে ৩ লাখ মানুষ বসবাস করেন, যাদের অধিকাংশই প্রতিনিয়ত নাগরিক সেবা থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। বিভিন্ন এলাকা ঘুরে এমন চিত্রই চোখে পড়েছে।

হরিণাকুন্ডু পৌর এলাকা ঘুরে দেখা যায় পুরো এলাকার সড়কজুড়ে খানাখন্দ। বর্ষায় এসব রাস্তায় চলাফেরা রীতিমতো দুঃসাধ্য হয়ে পড়ে। পৌরসভার সামনেই নেই সঠিক ড্রেনেজ ব্যবস্থা। পরিস্থিতি দেখে মনে হয়, জনদুর্ভোগ নয়, বরং উদাসীনতাই যেন প্রশাসনের অভ্যস্ততা। এদিকে মহেশপুর পৌরসভার চিত্র একই। বছরের পর বছর কোনো সড়ক সংস্কার হয়নি। অনেক এলাকায় নেই সড়কবাতি, ফলে রাত নামতেই পুরো শহর ঢেকে যায় অন্ধকারে। পৌর পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, পানিনিষ্কাশন ব্যবস্থা সবকিছুতেই চোখে পড়ে চরম বিশৃঙ্খলা।

স্থানীয়রা বলছেন, কর দিয়ে শুধু দায়িত্ব পালন করছেন তারা, কিন্তু সেবার জায়গায় অব্যবস্থা ছাড়া কিছুই পাচ্ছেন না। অনেকেই বলছেন, ইউনিয়ন পরিষদের সেবাও এর চেয়ে ভালো।

এ বিষয়ে পৌর এলাকার বাসিন্দা রাজুল ইসলাম বলেন, “প্রতিদিন রাস্তায় চলতে গিয়ে পায়ে কাদা লাগে, কখনো পড়ে গিয়ে আহতও হয় মানুষ। বছরের পর বছর ধরে একই অবস্থা। আমরা কর দিই, কিন্তু সেবা কই?” দীর্ঘদিন ধরে সড়ক সংস্কার হয়নি।

মহেশপুর পৌরসভার স্থানীয় বাসিন্দা রুহুল আমিন বলেন, “আমাদের এলাকায় সন্ধ্যার পর ঘর থেকে বের হওয়া দায় হয়ে পড়েছে। চারদিকে অন্ধকার, রাস্তার অবস্থাও খারাপ। পৌরসভার লোকজন আসলে শুধু কর তুলতে জানে, কাজের বেলায় নেই।”

সচেতন নাগরিক এম রায়হান বলেন, “নামমাত্র উন্নয়ন কার্যক্রম দিয়ে মানুষের চোখে ধুলা দেওয়া যাবে না। সময় এসেছে বাস্তব নির্ভর টেকসই পরিকল্পনায় এগিয়ে যাওয়ার।”

এ ব্যাপারে স্থানীয় সরকার বিভাগের উপ-পরিচালক রথীন্দ্রনাথ রায় জানান, “পৌরসভাগুলোর উন্নয়ন কার্যক্রম নিজস্ব অর্থায়নে চলে। ইতিমধ্যে প্রশাসকদের জরুরি প্রয়োজন অনুযায়ী কাজ অগ্রাধিকার ভিত্তিতে সম্পন্ন করার নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে।”

কোটচাঁদপুরে ঘরের তালা ভেঙ্গে নগদ টাকা ও স্বর্ণালংকার চুরি

প্রকাশ্য দিনের বেলা ঘরের তালা ভেঙ্গে নগদ টাকা ও স্বর্ণালোকার নিয়ে গেছে চোরেরা। আজ বৃহস্পতিবার সকালে ঘটনাটি ঘটেছে কোটচাঁদপুর বালিকা বিদ্যালয় সংলগ্ন আব্দুল কাদের মন্টু মিয়ার বাড়ির নিচ তলায়।

ভুক্তভোগী শিক্ষক ইসমত আরা বলেন,আমরা বাড়িতে মূলত তিন জন বসবাস করি। এর মধ্যে আমি কোটচাঁদপুর মহিলা মাদ্রাসায় শিক্ষকতা করি, মেয়ে বালিকা বিদ্যালয়ে পড়ালেখা করেন। আর মেয়ের আব্বা প্রায় সময় বাড়িতেই থাকেন।

তিনি বলেন, আজ বৃহস্পতিবার সকালে আমি ও আমার মেয়ে স্কুলে চলে যায়। আর ওনি যান কোটচাঁদপুর মেইনবাসস্টে আত্মীয়ের বাসায় আম পাঠাতে। এরপর বাড়িতে ফিরে এসে দেখত পান বাড়ির সব কাপড় চোপড় এলোমেলো, আলমারি, শোকেশ ও ঘরের দরজার তালা ভাঙ্গা। এ সব দেখে ওনি আমাকে মোবাইল করেন। তবে আমি ব্যস্ত ধাকায় মোবাইল রিসিভ না করায় আমার স্বামী মাদ্রাসা চলে যান। এরপর জানান এ ঘটনা। পরে আমি

বাড়িতে এসে দেখতে পায় সব কিছু এলোমেলো।

তিনি আরো বলেন, চোরেরা ঘর থেকে নগদ ৬০ হাজার টাকা ও ৭ ভরি মত স্বর্ণালোংকার নিয়ে যান। এতে করে ১০/১২ লাখ টাকার ক্ষতি সাধিত হয়েছে বলে দাবি করেছেন তিনি।

কোটচাঁদপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) কবির হোসেন মাতুব্বর বলেন,খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে কোটচাঁদপুর থানার উপপরিদর্শক এসআই মাসুম বিল্লাহ কে পাঠিয়ে ছিলাম। তিনি জানিয়েছেন ঘরের তালা চাবি দিয়ে খুলে এ চুরি সংগঠিত হয়েছে। একটা তালাও ভাঙ্গা হয়নি।

তিনি বলেন, মাসুম বিল্লাহ ঘটনাটি তদন্ত করছেন। তদন্ত শেষে বিস্তারিত বলা সম্ভব হবে। এ ছাড়া ভুক্তভোগীরা থানায় অভিযোগ দিলে ব্যবস্থা নেয়া হবে।

কোটচাঁদপুরে স্ত্রীর দেয়া ধর্ষণ মামলায় বেকায়দায় স্বামী

প্রেম করে বিয়ে করেন সৌমিক নাজিফা (শুপ্তি) ও ওলিয়ার রহমান লিয়ন। দাম্পত্য জীবনের ১০ মাস পর এখন স্ত্রীর দেয়া ধর্ষণ মামলা কাধে নিয়ে ঘুরছেন ওই স্বামী। সে কোটচাঁদপুর বাজে বামনদহ পালপাড়ার শুকুর আলীর ছেলে। বিষয়টি তদন্তপূর্বক ব্যবস্থা গ্রহণে সংশ্লিষ্টদের হস্তক্ষেপ কামনা করেছেন ভুক্তভোগী।

ভুক্তভোগী ওলিয়ার রহমান (লিয়ন) বলেন, বিয়ের আগে আমার সঙ্গে ৬/৭ মাস সম্পর্ক ছিল সুপ্তির। সেটা ওর পিতা জানতে পেরে অন্যত্র বিয়ে দেয়ার চেষ্টা করছিল। এ সময় আমরা এক সাথে তাঁর মামার বাড়ি সলেমানপুর রবিউল ইসলামের বাড়িতে যায়। এরপর আব্দুল কাদের হুজুরকে ডেকে এনে হাতে হাত দিয়ে কবুল পড়িয়ে দেন। এরপর থেকে আমরা দীর্ঘ ১০ মাস যবাৎ দাম্পত্য জীবন কাটিয়েছি।

তবে মাঝে মধ্যে আমার স্ত্রী সঙ্গে একটু ঝামেলা হতো। এটা নিয়ে তাঁর পরিবারের লোকজন খারাপ আচরণ করতো আমার ও আমার পরিবারের

মানুষদের সঙ্গে। সে কারণে আমি আইন মোতাবেক তাঁর খোরপোশের টাকা দিয়ে তালাক দিই। এতে করে তারা আমাকে কোন রকম আটকাতে না পেরে, তারা আমার নামে ধর্ষন মামলা দিয়েছেন।

অন্যদিকে মেয়ের পিতা ফিরোজ হোসেন বলেন, তারা সম্পর্ক করে বিয়ে করেন। তবে আমি প্রথম থেকেই ওই বিয়ের বিরোধিতা করে আসছিলাম। তবে বিয়ের বেশ কিছু দিন পর জানতে পারলাম,ওলিয়ার মেয়েকে মারধর সহ শারিরীক ভাবে নির্যাতন করেন। আর তারা যে বিয়ে করেছেন, এর কোন কাগজপত্র এখনও দেখাতে পারেনি। এ কারণে তাঁর নামে ধর্ষণ মামলা করা হয়েছে।

খোরপোষের টাকা নিয়ে প্রশ্ন করলে তিনি বলেন, ওরা নিজেরা টাকা পাঠিয়ে, নিজেরাই রিসিভ করেছেন। এখন তারা মিথ্যা কথা বলছেন। আমি কোন টাকা রিসিভ করি নাই।

প্রতিবেশী শাকিল হোসেন বলেন, আগে থেকে তাদের মধ্যে প্রেমের সম্পর্ক ছিল। ঘটনাটি জানাজানি হয়ে গেলে, তারা বিয়ে করেন। পরে সলেমানপুর মেয়ের মামা রবিউল ইসলামের বাড়ি থেকে মেয়ে তুলে দেন। ওইদিন কাজী দিয়ে বিয়ে হয়েছিল কিনা জানিনা। তবে হুজুর ডেকে দোয়া অনুষ্ঠান করেছিল।

হুজুর আব্দুল কাদের বলেন, ঘটনা তো এক বছর আগের। মেয়ের মামা রবিউল ইসলামের ছেলে আমার কাছে পড়েন। হঠাৎ করে মসজিদে এসে বলেন আমার ভাগ্নির কাবিন করে বিয়ে হয়ে গেছে। আপনি ছেলেকে নিয়ে আসেন একটু দোয়া করে দিবেন। সে কথা মোতাবেক আমি গিয়েছিলাম। এরপর আমি দোয়া করে চলে আসি। তবে কাবিন কোথায় করেছে, কিভাবে করেছেন আমি জানিনা।

ঘটনাটি সুষ্ঠু তদন্ত পূর্বক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তাব্যক্তিদের হস্তক্ষেপ কামনা করেছেন ভুক্তভোগী ও তাঁর পরিবার।

শৈলকুপায় ট্রাক চাপায় স্কুল ছাত্র নিহত

ঝিনাইদহের শৈলকুপায় ট্রাক চাপায় জিসান (১৭) নামের মোটরসাইকেল আরোহী স্কুল ছাত্র নিহত হয়েছে। আজ বৃহস্পতিবার বেলা ১২ টার দিকে উপজেলার বড়দাহ এলাকায় এ দূর্ঘটনাটি ঘটে। নিহত স্কুল ছাত্র জিসান উপজেলার বড়দাহ গ্রামের মান্নান হোসেনের ছেলে।

স্থানীয়রা জানায়, বৃহস্পতিবার বেলা ১২ টার দিকে জিসান গাড়াগঞ্জ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ব্যবহারিক পরীক্ষার খাতা জমা দিয়ে মোটরসাইকেলে বাড়ি ফিরছিলো। পথে ঝিনাইদহ-কুষ্টিয়া মহাসড়কের বড়দাহ মাদ্রাসা এলাকায় পৌঁছালে বিপরীত দিক থেকে আসা একটি ট্রাক তাকে চাপা দিয়ে পালিয়ে যায়।

এতে ঘটনাস্থলেই মারা যায় জিসান। খবর পেয়ে হাইওয়ে পুলিশ তার লাশ উদ্ধার করে। জিসান গাড়াগঞ্জ মাধ্যমিক বিদ্যালয় থেকে এবারের এসএসসি পরীক্ষায় অংশ নিয়েছে।

ঝিনাইদহের আরাপপুর হাইওয়ে থানার ওসি মৃত্যুঞ্জন শিকারী বলেন, মরদেহ ঘটনাস্থল থেকে উদ্ধার করে হাসপাতালে রাখা হয়েছে। পরিবারের পক্ষ থেকে কোন অভিযোগ না থাকলে তাদের কাছে বুঝে দেওয়া হবে।

মহেশপুর সীমান্ত যেন মাদক ও মানব পাচারের ‘নিরাপদ রুট’

ঝিনাইদহের মহেশপুর সীমান্ত এখন মাদক ও মানব পাচারের জন্য একটি ‘নিরাপদ রুটে’ পরিণত হয়েছে। প্রতিদিনই দেশের বিভিন্ন জেলা থেকে আসা অসংখ্য মানুষ এই সীমান্ত দিয়ে পাচার হয়ে যাচ্ছে ভারতে। একইসঙ্গে ভারত থেকে শত শত মানুষ অবৈধভাবে প্রবেশ করছে বাংলাদেশে। যা প্রতিদিন বিজিবির হাতে ধরাও পড়ছে। পাশাপাশি সীমান্ত পেরিয়ে আসছে কোটি কোটি টাকার মাদকদ্রব্য, যা আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতিকে

আরও জটিল করে তুলছে।

বিশ্বস্ত সূত্রের বরাতে জানা গেছে, মহেশপুর সীমান্ত দিয়ে সক্রিয় একাধিক পাচারকারী চক্র দীর্ঘদিন ধরে নির্বিঘ্নে মাদক ও মানব পাচারের কার্যক্রম চালিয়ে আসছে। এসব কর্মকাণ্ডে সীমান্ত এলাকার সাধারণ মানুষ চরমভাবে উদ্বিগ্ন। স্থানীয়দের অভিযোগ, সীমান্তে মাঝে মধ্যেই মাদকসহ কিছু পাচারকারী ধরা পড়লেও, বড় ধরনের চক্রগুলো থেকে যাচ্ছে ধরা-ছোঁয়ার বাইরে।

আজ বৃহস্পতিবার ৫৮ বিজিবি ব্যাটালিয়নের মহেশপুর সদর দপ্তরে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে গত ১৫ মাসে (২০২৪ সালের ফেব্রুয়ারি থেকে ২০২৫ সালের এপ্রিল পর্যন্ত) মহেশপুর ও জীবননগর সীমান্ত থেকে প্রায় ১১৯ কোটি ৬৪ লাখ টাকার মাদকদ্রব্য জব্দ করে ধ্বংস করা হয়েছে। স্থানীয়দের দাবি, এতো বিপুল পরিমাণ মাদক জব্দ হলেও মামলায় আসামি থাকে না বললেই চলে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মাদক ‘পরিত্যক্ত অবস্থায়’ উদ্ধারের কথা বলা হয়। এতে নানা ধরণের প্রশ্নের সৃষ্টি হয়।

অন্যদিকে, সম্প্রতি মাসগুলোতে কয়েক হাজার মানুষকে এই সীমান্ত দিয়ে অবৈধভাবে পারাপারের অভিযোগ উঠেছে। সীমান্তে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী বিএসএফ-এর গুলিতে নিহত হয়েছেন দুই বাংলাদেশি নাগরিক, যা পরিস্থিতিকে আরও উদ্বেগজনক করে তুলেছে।

মহেশপুর সীমান্ত এলাকায় বিজিবির পক্ষ থেকে নিয়মিত টহল ও অভিযান চালানো হলেও, পাচার থেমে নেই। স্থানীয়দের বক্তব্য “যদি সীমান্তে কঠোর নিরাপত্তা ও নজরদারি থাকে, তাহলে প্রতিদিনই কীভাবে এই পরিমাণ মাদক প্রবেশ করে? মানুষ পাচার হয় কীভাবে?”

সীমান্তে বিজিবির কড়া নজরদারি রয়েছে। এত কড়াকড়ির মাঝেও মাদক ও মানুষ পাচার হয় কীভাবে? এমন প্রশ্ন অভিজ্ঞ মহলের।
এ ব্যাপারে মহেশপুর ৫৮ বিজিবির অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল রফিকুল আলম পিএসসির বক্তব্য জানতে তার সরকারি নাম্বারে একাধিকবার কল দেওয়া হলেও তিনি ফোন রিসিভ করেননি।

ঝিনাইদহের পোতাহাটী গ্রামের রাস্তার বেহাল দশা, জন দূর্ভোগ চরমে

ঝিনাইদহ সদরের ১নং সাধুহাটী ইউনিয়নের পোতাহাটী গ্রামের রাস্তার বেহাল অবস্থা। রাস্তায় খানখন্দে ভরা, প্রতিদিন ঝুকি নিয়ে চলছে কৃষি পণ্য বোঝায় ট্রলি ট্রাক্টর।

ঝিনাইদহ-চুয়াডাঙ্গা মহাসড়কের কোল ঘেষে ডাকবাংলা বাজার ও সাধুহাটী বাসস্ট্যান্ডে মাঝে মহাসড়কের উত্তর দিকঘেষে গ্রামটির অবস্থান। গ্রামে রয়েছে একটি ঐতিহ্যবাহী কলেজ আব্দুর রউফ ডিগ্রি কলেজ, পাশে বৃহত্তম সাধুহাটী কৃষি বীজ উৎপাদন খামার।

তাছাড়া গ্রামের কোলঘেষে রয়েছে ঝিনাইদহ জেলার বৃহত্তম কৃষি বাজার, ডাকবাংলা বাজার ও চাল উৎপাদন জন্য বিখ্যাত ত্রীমহোনী বাজার। গ্রামটি অবস্থানের দিক থেকে অনেক গুরুত্বপূর্ণ হলেও দীর্ঘদিন ধরে রাস্তাগুলোর পাকাকরণ, সংস্কার বা উন্নয়ন কিছুই হয়নি।

গ্রামে ৪ হাজারের অধিক লোকের বসবাস, তাছাড়া এই গ্রামের উপর দিয়ে প্রতিদিন পার্শ্ববর্তী দৌলতপুর ইউনিয়নসহ হরিণাকুণ্ডু উপজেলার হাজার হাজার মানুষ ডাকবাংলা বাজরে পণ্য পরিবহন ও যাতায়াত করে। গ্রামের পূর্ব পশ্চিম ও মধ্যপাড়া মিলে প্রায় ৪কি.মি এর অধিক আধাঁপাকা ও কাঁচা রাস্তা রয়েছে। ২০০৬সালে তৎকালীন বিএনপির সরকারে সময়ে ঝিনাইদহ-২ আসনের জাতীয় সংসদ সদস্য মরহুম আলহাজ্ব মশিউর রহমান গ্রামের ২কি.মি রাস্তা পাকা করেছিলেন। তারপর আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসারপর দীর্ঘদিন গ্রামটি চরম বৈষম্যের শিকার হয়েছে।

স্থানীয় জনপ্রতিনিধি ইউনিয়ন পরিষদ ও জেলা পরিষদের বরাদ্দ থেকে কিছু অংশে মাটি ও ম্যাকাডামের কাজ করেছে। তারপর দীর্ঘসময় পার হয়ে যাওয়ায় রাস্তাগুলো নষ্ট হয়ে খানাখন্দে পরিনত হয়েছে। এবিষয়ে গ্রামের গৃহবধু, ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক, কৃষক, চাকুরীজীবী, সাংবাদিকসহ সকলেই ক্ষোভ ও দুঃখ প্রকাশ করেছে।

এ বিষয়ে সাধুহাটী ইউনিয়নের চেয়ারম্যান কাজী নাজির উদ্দীন বলেন পোতাহাটী গ্রামের রাস্তাগুলোর অবস্থা আসলেই বেহালদশা ইউনিয়নের

সক্ষমতা নেই এই রাস্তা গুলো করার, আমি স্বতন্ত্র চেয়ারম্যান ছিলাম বলে আমার সাথে সম্পর্ক ভাল না থাকায় স্থানীয় এমপি তাহজীব আলম সিদ্দিকী সমি পক্ষপাতিত্ব করে আমার ইউনিয়নে উন্নয়ন কাজের বরাদ্দ দেয়নি এবং কোন রাস্তা ঘাট করেনি। এই গ্রামের রাস্তাগুলো পাকা করা অত্যান্ত জরুরী।

ঝিনাইদহের সুনামধন্য সাংবাদিক ও জজ আদালতের এপিপি ওই গ্রামের কৃতিসন্তান আলা উদ্দীন আজাদ বলেন জন্মের পর থেকেই দেখছি গ্রামের পোতাহাটী নাম করণের স্বার্থকতা রয়েছে কারণ বর্ষা মৌসূম এলেই গ্রামটি পানিতে তলিয়ে বা পুতে যায়, এই গ্রামের কৃষিজীবী, শ্রমজীবী, ব্যবসায়ী, চাকুরীজীবিসহ অনেক সুনামধন্য লোকের বসবাস কিন্তু গ্রামটি অত্যন্ত অবহেলিত।

গ্রামে কোন পাকারাস্তা নেই, যা একটু ছিল দীর্ঘদিন সংস্কারের অভাবে তাও ভেঙ্গেচুরে খানাকন্দে পরিনত হয়েছে। বর্ষার সময় মানুষ বের হতে পারেনা গ্রামের প্রসূতী মা ভগ্নিরা প্রয়োজনমত এ্যম্বুলেন্স ও চিকিৎসা সেবার অভাবে প্রতিনিয়ত দুভোর্গের শিকার হচ্ছে। কোন গাড়ি ঘোড়া গ্রামে আসতে চাইনা।

তাছাড়া কৃষি পণ্য পরিবহনেও কৃষকরা পড়ে মহা বিপদে। এবিষয়ে (অবঃ) সহকারী অধ্যাপক আব্দুল কাদেরসহ বেশ কয়েকজন কৃষক ও গৃহীনিদের সঙ্গে কথা বললে তারা গ্রামের রাস্তা নিয়ে একবুক কষ্টের কথা জানান। তারা বলেন দীর্ঘ ১৫ বছর আওয়ামী লীগের আমলে আমরা বৈষম্যের শিকার হয়েছি, এখন দেশ থেকে আওয়ামী লীগ সরকারের পতন হয়েছে আমরা আর বৈষম্য চাইনা। বৈষম্যহীন বাংলাদেশে বৈষম্য দূর করে গ্রামের রাস্তাগুলোর দ্রুত সংস্কার এবং নতুন রাস্তা নির্মাণ করার দাবি জানান তারা।

এই বিষয়ে ঝিনাইদহ সদর উপজেলা প্রকৌশলী আবুল কালাম আজাদ বলেন, সাধুহাটী ইউনিয়নের পোতাহাটী গ্রামের তিনটি রাস্তার মধ্যে একটি রাস্তার আইডি ছিলনা ২০২৪ সালের গেজেটে সেটা তালিকা ভূক্ত হয়েছে। তাছাড়া বাকি দুটি রাস্তার মধ্যে একটি রাস্তা যশোর অঞ্চল গ্রামীন অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প ২য় পর্যায় (ডিপিপি) তে অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে, অনুমোদন পেলেই কাজ শুরু হবে। বাকি দুইটি রাস্তার কাজ নতুন পকল্পের মাধ্যমে পাঁকা করা হবে।

ঝিনাইদহে রেলপথ বাস্তবায়নের দাবীতে জেলা প্রশাসকের কাছে স্মারকলিপি প্রদান

ঝিনাইদহ জেলা শহরে রেলপথ চাই বাস্তবায়ন পরিষদের পক্ষ থেকে ঝিনাইদহ জেলা প্রশাসক মোঃ আব্দুল আউয়ালের কাছে স্মারকলিপি প্রদান করা হয়েছে।

বুধবার (২১ মে) দুপুরে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে ঝিনাইদহ শহরে রেলপথ স্থাপনের দাবিতে ধারাবাহিক কর্মসূচির অংশ হিসেবে স্মারকলিপি প্রদান করা হয়।

সেসময় উপস্থিত ছিলেন “ঝিনাইদহ শহরে রেলপথ চাই” বাস্তবায়ন পরিষদের সভাপতি মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ ওরফে রেল আব্দুল্লাহ, সিনিয়র সহ-সভাপতি মোহাম্মদ আব্দুস সবুর, সাধারণ সম্পাদক আরিফা ইয়াসমীন লিম্পা, মুখ্য সংগঠক আনোয়ার ফিরোজ মাসুম, যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক ইফাজ তানভির মিন্টু, সাংগঠনিক সম্পাদক শাহিনুর রহমান, কোষাধ্যক্ষ জাহিদুল ইসলাম ও কার্যকরী সদস্য পারভীন সুলতানাসহ সংগঠনের সকল স্তরের নেতাকর্মী। এবং জেলা বিএনপি’র সাবেক ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক ও বিশিষ্ট ব্যবসায়ী এ কে এম ওয়াজেদ হোসেন। এছাড়াও ঝিনাইদহ শহরের সকল রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও পেশাজীবি সংগঠনের নেতা-কর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

ঝিনাইদহে প্রেমের ফাঁদে ফেলে

সর্বস্ব হাতিয়ে নিচ্ছে হানিট্যাপ চক্র

ঝিনাইদহে কথিত প্রেমের ফাঁদে ফেলে সর্বস্ব হাতিয়ে নিচ্ছে একটি সক্রিয় হানিট্র্যাপ চক্র। স্বাক্ষর জালিয়াতি করে ভুয়া বিয়ের কাবিননামা বানিয়ে ব্লাকমেইল করে কয়েকজন যুবকের কাছ থেকেও চক্রটি হাতিয়ে নিয়েছে লাখ লাখ টাকা।

আইনজীবী সহকারি (মোহরার), পুলিশ সদস্যসহ চক্রটিতে জড়িয়ে পড়েছেন বিভিন্ন পেশার মানুষ। তবে চক্রটির মূলহোতা আসমা খাতুন সাথী নামের এক নারী।

তিনি বিভিন্ন ব্যক্তিকে ভুয়া কাবিননামা বানিয়ে, ভুয়া কলরেকর্ড ফাঁসের হুমকি দিয়ে ও মামলার ভয় দেখিয়ে হাতিয়ে নিয়েছেন লাখ লাখ টাকা। এসব অভিযোগের প্রতিকার চেয়ে সংবাদ সম্মেলন করেছেন ভুক্তভোগীরা।

মঙ্গলবার ঝিনাইদহ প্রেসক্লাবে সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য পড়ে শোনান ভিকটিমরা। এসময় হানিট্যাপ চক্রের মূলহোতা আসমা খাতুন সাথীর শ^শুর কামাল হোসেন উপস্থিত ছিলেন।

সংবাদ সম্মেলনে লিখিত অভিযোগে বলা হয়েছে, প্রতারক চক্রের মূলহোতা আসমা খাতুন সাথী দীর্ঘদিন ধরে বিভিন্ন মানুষকে ফাঁদে ফেলে থানায় ভুয়া অভিযোগ দিয়ে প্রতারণা করে আসছে। ধর্ষণ, ধর্ষণচেষ্টা, অর্থ লেনদেনের মতো ভুয়া অভিযোগ দিয়ে একাধিক মানুষের কাছ থেকে হাতিয়ে নিয়েছেন মোটা অঙ্কের টাকা। পুলিশ ও আদালতের মোহরারকে দিয়ে মামলার ভয়-ভীতি ও গ্রেফতারের হুমকি দিয়ে বহু মানুষকে হয়রানি করেছেন।

গুলশান আরা ও মর্জিনা খাতুন নামের দুই ভিকটিম অভিযোগ করেন, বারবার নিজের ঠিকানা পাল্টে, স্বাক্ষর জাল-জালিয়াতি করে আসমা খাতুন সাথীর নেতৃত্বে চক্রটি বহু পরিবারকে জিম্মি করে রেখেছে। মামলার ভয়ভীতি দেখিয়ে সহজ-সরল মানুষকে ফাঁদে ফেলে প্রতিনিয়ত তারা টাকা পয়সা হাতিয়ে নিচ্ছে। আদালতের মোহরার ও কতিপয় অসাদু পুলিশ সদস্যদের নাম ভাঙিয়ে ওই নারী বেপরোয়া মামলাবাজি করে চলেছে।

ভিকটিমরা জানান, সাথী ও তার চক্রের ফাঁদে পড়ে তিনটি সংসার ভেঙে

গেছে। অনেক পুরুষ মামলা ও গ্রেফতারের ভয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছে। নারীরা মামলার ভয়ে বাড়িতে থাকতে পারছে না। এ পর্যন্ত ঠিকানা বদল করে প্রতারক আসমা খাতুন সাথী খুলনা ও ঝিনাইদহের আদালতে বিভিন্ন ব্যক্তির নামে ভুয়া অভিযোগে ৮টি মামলা দায়ের করেছে। এসব মামলার বিচারকার্য শুরুর আগেই চক্রটি কথিত বিবাদীদের সঙ্গে যোগাযোগ করে ভয়-ভীতি দেখান। এক পর্যায়ে সহজ সরল মানুষগুলো চক্রের ফাঁদে পড়ে লাখ লাখ টাকা দিয়ে মামলা থেকে রেহায় পাওয়ার চেষ্টা করে আসছে।

এ ব্যাপারে অভিযুক্ত আসমা খাতুন সাথীর সাথে কথা বলতে তার ফোনে কল দেওয়া হলে ফোন বন্ধ পাওয়া যায়।